

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

চাঞ্চল্যপূর্ণাৰ স্তুত্বা ড্ৰাৱা

কাৰিয়ান এৰং আফ্ৰিকাৰ কয়েকটি দেশে জলসা সালানার শুরুতে, জামাতের সদস্যদের ঈমান ও বিশ্বাস এবং আন্তরিকতা ও আনুগত্য বিকাশের পরামর্শ প্রদান।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহ তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২৩ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু, ওয়াসহাদু আন্বা মোহাম্মাদন আবদোহু ওয়ায়াসুলোহু। আম্মাবাদ ফা-আউযোবিলাহে মিনাশ শয়তানের রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম। আলহামদু লিল্লাহে রবিবল আলামিন। আর রাহমানের রাহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাশতাঈন। ইহ্‌দিনাশ সেরাতাল মুস্তাকিম। সেরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম। গয়রিল মাগযুবি আলাইহিম। অলায য-ল-লিন।

তাশাহুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর (আই.) বলেন,

আজ থেকে কাৰিয়ান ও আফ্ৰিকাৰ কয়েকটি দেশে জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি দেশের জলসাকে সর্বত্র বরকত দান করুন। ইনশাআল্লাহ, রবিবার, জলসার শেষ দিনে, কাৰিয়ানের জলসা উপলক্ষ্যে ভাষণ হবে, যেখানে বাকি সাত বা আটটি আফ্ৰিকান দেশও অন্তর্ভুক্ত হবে। এমটিএ-এর মাধ্যমে এই সমস্ত দেশগুলিকে সরাসরি সংযুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। আজ এই সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষ খুতবা শোনার জন্য এক জায়গায় জমায়েত হয়ে থাকবে, তাই এই পরিবেশে, আমি এটাই উপযুক্ত বলে মনে করেছি যে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম -এর ভাষায় সে সব বর্ণনা করব যেগুলির মাধ্যমে তাঁর আগমন এবং জামাতের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। অনেক নবাগত এবং নতুন প্রজন্মের আহমদী এই জলসায় যোগ দেবেন, তাই তাদের জন্য এই বিষয়গুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা এই দিনগুলিতে তাদের ঈমান, বিশ্বাস, আন্তরিকতা এবং আনুগত্য বিকাশের চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করে তাঁর (আ.) আগমন এবং আপন আপন দায়িত্ব বুঝতে সক্ষম হতে পারে।

আহমদীয়া সিলসিলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং কেন সেই সময়ে এটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল? হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন, এই যুগটি একটি বরকতময় যুগ যে, মহান আল্লাহ, এই দুঃসময়ে কেবলমাত্র আপন অনুগ্রহে মহানবী (সা.) এর প্রকাশের উদ্দেশ্যে এই শুভ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি অদৃশ্য থেকে ইসলামের সমর্থনের ব্যবস্থা করেছেন এবং একটি সিলসিলার ভিত্তি রেখেছেন। যারা

ইসলামের বেদনাকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন, তারা আমাকে বলুন যে এই যুগের চেয়ে বেশি কোন যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে কি না যে যুগে মহানবী (সা.) -কে এত অপমানিত এবং আবমাননা করা হয়েছিল? পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হয়েছিল? মহানবী (সা.)-এর কি এমন কিছু সম্মান ছিল যা মহান আল্লাহ তাআলা অনুমোদন করেননি যে, এত অপমানিত হয়েও তিনি কোন ঐশী ব্যবস্থাপনা স্থাপন করতেন না এবং এসব বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে তিনি বিশ্বে মহানবী (সা.)-এর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা ছড়িয়ে দিতেন না? যেখানে স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ মহানবী (সা.)-এর ওপর দরুদ পাঠান। তাই আল্লাহ তাআলা এটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সিলসিলাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সুতরাং আমরা যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং এই ব্যবস্থাপনায় যুক্ত হয়েছি, আমাদের দায়িত্ব হল একদিকে যেমন আমরা আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে সচেষ্ট হই, সেই সাথে আমরা যেন মহানবী (সা.) -এর প্রতিও যথাসম্ভব দরুদ প্রেরণ করি। এবং এই দিনগুলিতে দরুদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আমরা যখন মহানবী (সা.)-এর ওপর বেশি বেশি দরুদ পাঠাব, তখন আমরা সেই উদ্দেশ্য পূরণ করব যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ণনা করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আমি মহানবী (সা.)-এর হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারি এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে পারি। এসব হয়ে চলেছে কিন্তু যারা চোখ বেঁধে আছে তারা তা দেখতে পায় না। যদিও এখন এই সিলসিলাটি সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এত লোক এর নিদর্শনগুলির সাক্ষী যে এক জায়গায় একত্রিত হলে তাদের সংখ্যা এত বেশি যে পৃথিবীর কোন রাজার এমন সেনাবাহিনী নেই।

আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার আহমদীর জলসায় অংশগ্রহণও এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি। তিনি (আ.) বলেন, এই ঐশী সিলসিলার ব্যাপারে সত্যের এত বেশি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে সেগুলো বর্ণনা করা সহজ নয়। যেহেতু ইসলামের চরম অবমাননা করা হয়েছে, তাই আল্লাহ তাআলা এই অপমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিলসিলার মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছেন।

তিনি (আ.) আরও বলেন: এটাও একটা আধ্যাত্মিক সংগ্রামের সময়। শয়তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, শয়তান তার সমস্ত অস্ত্র ও কৌশল নিয়ে ইসলামের দুর্গে আক্রমণ করছে এবং সে ইসলামকে পরাজিত করতে চায়, কিন্তু মহান আল্লাহ শয়তানের শেষ যুদ্ধে তাকে চিরতরে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে এই সিলসিলাটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই এটি প্রত্যেক আহমদীকে তার দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী করে। তিনি (আ.) বলেন, যে চিনতে পেরেছে সে ধন্য। এখন অল্প সময় আছে, তবুও সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু শীঘ্রই এমন সময় আসবে যখন আল্লাহ এই সিলসিলার সত্যকে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বলভাবে দেখাবেন, সেই সময় হবে যখন ঈমান পুরস্কারের কারণ হবে না এবং তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। অতএব সৌভাগ্যবান তারা যারা আজ হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামকে কবুল করছে এবং বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে খোদা তাআলার ভালোবাসা অর্জনকারী হচ্ছে।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেছেন যে শুধুমাত্র বিশ্বাস করাই যথেষ্ট নয়, মূল উদ্দেশ্য হল একটি বিশুদ্ধ পরিবর্তন সৃষ্টি করা, বিশুদ্ধ তৌহীদের উপর পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি হওয়া। তখনই খোদা তাআলার অনুগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর পথ খোঁজার চেষ্টা করে এবং দোয়া করে, তখন আল্লাহ তাআলা আপন বিধান “ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিয়না লা নাহ্দীয়ান্নাহুম সুবুলানা” অর্থাৎ যারা আমাদের অন্বেষণে চেষ্টা করে, আমরা অবশ্যই তাদের পথ প্রদর্শন করব। (আল-আনকাবুত: ৯২) অনুযায়ী তাঁর পথ দেখায়।

বিশুদ্ধ হৃদয় ও আন্তরিকতার অধিকারী ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের উপর সমস্ত ভুল পথ বন্ধ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে হাত না পাতে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ তাআলা দেখেন, যদি তার হৃদয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র হয়, তবে সে তার জন্য তাঁর করুণার দরজা খুলে দেন এবং তাকে তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দান করেন এবং তার লালন-পালনের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করে থাকেন। আর যদি তার অন্তরের কোনও কোণে শিরক্ ও বিদআতের কোনও অংশ থাকে, তাহলে তিনি তার নামাজ ও ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা এবং তাদের মত আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধতা গড়ে তোলার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন এই জামাতটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এর সমর্থনে শত শত নিদর্শন দেখিয়েছেন, তখন উদ্দেশ্য হল যে, এই জামাত যেন সাহাবায়ে কেরামের জামাত হতে পারে এবং তারপর খায়রুল কারন-এর সময় আসবে। যারা এই জামাতে প্রবেশ করে, যেহেতু তারা ওয়া আখারীঈনা মিনহুম -এর মধ্যে প্রবেশ করে, তাই তাদের উচিত মিথ্যা প্রবৃত্তির পোশাক খুলে ফেলা এবং সর্বশক্তিমান খোদার দিকে তাদের মনোযোগ দেওয়া।

ইসলামে তিনটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে, একটি হল তিন শতাব্দী, তার পরে ফায়েজ-ই-আউজের যুগ, যার সম্পর্কে আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তারা আমার নয়, এবং না আমি তাদের একজন' এবং তৃতীয় যুগটি হল প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর যুগ। প্রকৃতপক্ষে, এটি আল্লাহর রসূল (সা.) এর সময়। আর ওয়া আখারীঈনা মিনহুম লাম্বা ইয়ালহাকু বিহিম (সূরা জুমআ: ৪) স্পষ্টভাবে দেখায় যে একটি সময় এমনও আছে যা সাহাবায়ে কেরামের নৈতিকচরণ বিরুদ্ধ। অর্থাৎ তাদের কর্ম ভিন্ন। এই হাজার বছরে ইসলামের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ধর্মের অবনতি ঘটে এবং কয়েকজন ছাড়া সবাই ইসলাম ত্যাগ করে এবং অনেক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন যে, এখন মহান আল্লাহ তাআলা সাহাবীদের ন্যয় আরেকটি জামাত সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, কিন্তু যেহেতু সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিধান হল যে, তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিলসিলায় ক্রমান্বয়ে অগ্রগতি হয়ে থাকে, তাই আমাদের জামাতের বিকাশও হবে পর্যায়ক্রমিক ও খেতের মতো, এবং এর সেই দাবি ও উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে সেই বীজের মতো যা মাটিতে বপন করা হয়েছে, যা এখনো অনেক দূরে রয়েছে যেখানে আল্লাহ তা পৌঁছাতে চান। তৌহীদের স্বীকারোক্তি, যিকর-ই-ইলাহী এবং আমাদের ভাইদের হক আদায়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্পৃহা থাকা উচিত। সুতরাং এই লক্ষ্যগুলি আমাদের অর্জনের জন্য আশ্রয় প্রচেষ্টা করা উচিত এবং তারপরে আমরা জামাতের অগ্রগতি দেখতে পাব।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালাম পবিত্র কুরআন বুঝে পড়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মনে রাখতে হবে যে পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থ এবং নবীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছে, সেগুলির শিক্ষাকে কার্যকরী রূপ দিয়েছে যা আসলে উপাখ্যানের রঙে ছিল। আমি সত্যি বলছি পবিত্র কুরআন না পড়লে কেউ এইসব গল্প ও কাহিনী থেকে মুক্তি পেতে পারে না, কারণ পবিত্র কুরআন-এর একটি নির্ণায়ক গ্রন্থ হওয়ার গৌরব বিদ্যমান। আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরোধিতা করতে তড়িঘড়ি করে, কারণ আমরা পবিত্র কুরআনকে দেখাতে চাই যেভাবে খোদা তাআলা বলেছেন যে এটি বিশুদ্ধ নূর, প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের আকর। দর্শনের আঙ্গিকে পবিত্র কুরআনকে বার বার অধ্যয়ন করুন। তাই প্রত্যেক আহমদীর উচিত এর উদ্দেশ্য, অর্থ ও ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া।

অতএব তাঁর (আ.)-এর উপদেশাবলী মান্য করে চলাই আমাদের কাজ। এটি অপরিহার্য। অন্যথায়, বয়াত কোন কাজে আসে না। তিনি (আ.) বলেন, এই সময়ে আপনি তওবা করেছেন, এখন ভবিষ্যতে খোদা

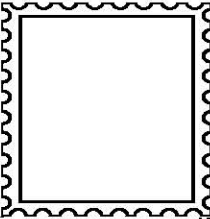
তাআলা দেখতে চান আপনি এই তওবা দ্বারা নিজেকে কতটা শুদ্ধ করেছেন। সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আজকাল হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া খুব বেশি পাঠ করা উচিত। রাব্বান্না য়ালামনা আনফুসানা। ওয়া ইল্ লাম তাগফির লানা ওয়া তারহাম্না লানাকুনান্না মিনাল খাসেরীঈন। এই দোয়া প্রথম থেকেই কবুল হয়েছে। অবহেলার জীবন যাপন করবেন না। যে ব্যক্তি অবহেলার জীবন যাপন করে না সে কোন পরাশক্তির কাছে কষ্ট পাওয়ার আশা করে না। ঐশী আজ্ঞা ছাড়া কোন বিপদ আসে না। যেমনটা আমার উপর এই দোয়া ইলহাম হয়েছিল: রাব্বি কুল্লু শায়ঈন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফাযনি ওয়ান সুরনী ওয়ার হামনী। তিনি (আ.) ও পড়ার দোয়া করতেন। তাই শয়তানকে এড়িয়ে আল্লাহর আশ্রয়ে আসার আমাদের চেষ্টা করা উচিত। বিশ্বের প্রতিটি আহমদীর বিবেচনা করা উচিত যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদের যা দেখতে চান আমরা তা কি না, যদি না হয় তবে আমাদের সর্বদা এর জন্য চেষ্টা করা এবং দোয়া করা উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই তৌফিক দান করুন।

পরিশেষে হুজুর আনোয়ার জামেয়া আহমদিয়া ইউকে-এর কর্মী মরহুম ফজল আহমেদ ডোগর, রাবওয়ার মুরব্বি মালিক মনসুর আহমদ উমর এবং গাযিয়ার মোয়াল্লেম ঈসা জোসেফের নামাজে জানাযার ঘোষণা করে তাদের স্মৃতিচারণ করেন।

আলহামদুলিল্লাহে নাহমাদুহু ওয়া নাসতায়ীনুহু ওয়া নাসতাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্বালু আলাইহে ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়িয়াতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু-

ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ'ই-ইয়াহযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্করুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবর।

(‘মজলিশ আনসারুল্লাহ ভারত’ কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar ^(at) 23 December 2022 Distributed by	To,	
Ahmadiyya Muslim MissionP.O..... Dist.....Pin.....W.B	----- ----- ----- -----	

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

Summary of Friday Sermon, 23 December 2022 Bengali 4/4; Translated by Bangla Desk Qadian